প্রকাশক :

শ্রীশান্তনু মুখার্জি, বি. এস্-সি.

"জয়-দীপ নিকেতন"

১০, সত্যেন দত্ত রোড, কলিকাতা-২৯

প্রথম প্রকাশ

১৩ই ফাল্গুন, ১৩৬৩

চিত্রশিল্পী :

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :

শ্রীঅত্রিকুমার বসু

প্রেস এণ্ড প্রিণ্টার্স

৫০, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ভূমিকা

"স্বপ্ন-সংভাব" দর্শনমূলক কাব্য। এর মুখ্য উদ্দেশ্য সংস্কার-দুঃস্বপ্নের বিনাশ ও যুক্তি-গ্রাহ্য জীবন-সঙ্গীত পরিবেশন। অবশ্য যাঁরা বইখানা প'ড়্বেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো একে গ্রন্থকারের উদ্ভট স্বপ্ন-সমষ্টি আখ্যা-ই দেবেন্। কিন্তু সেটা জেনেও বইখানা প্রকাশের দুঃসাহস ক'রেছি দু'টি কারণে: কালাপাহাড়ের অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য দু'চারজনকে ক'রতেই হবে, এবং আমি বহুলাংশে অনুবাদকের দায়িত্ব নিয়েছি মাত্র।

প্রায় দেড়মাস আগে আমি মূল ফার্সি কেতাবের ইংরেজি অনুবাদটি পাই -পার্ক্ স্ট্রীটের একটি বইয়ের দোকানে। বইখানার নাম "দি কাসিদা অব হাজী আব্দু", অনুবাদক-স্যর রিচার্ড্ বার্টন্ ('The Kasidah of Haji Abdu' by Sir Richard Burton)। খুব সম্ভব, অনুবাদটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে, কারণ স্যর্ রিচার্ডের ভূমিকাতে ঐ তারিখই দেয়া আছে। আমি যতদূর জানি -বাংলা সাহিত্যের কোথাও বইখানার উল্লেখ নেই, -অনুবাদ তো আমার চোখেই পড়েনি। এইজন্যে বাংলা সাহিত্যরসিকদের কাছে বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে এই অপূর্ব গ্রন্থখানি প্রথম উপহারের দাবি আমি ক'রতে পারি।

এমন হ'তে পারে যে অনেকেই বইখানা লক্ষ্য ক'রেছেন কিন্তু বাংলায় অনুবাদ প্রয়োজন মনে করেননি। তা'ই যদি হয়, তবে তাঁরা এর ভাব ও ভাষা দুটোকেই বাধা ব'লে ভেবেছেন হয়তো। কারণ এর ভাববাজি প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রছে, এবং—দর্শনের জটিল তত্ত্ব আলোচনা ক'রেছে ব'লে ভাষাও খুব সরল বা শ্রুতিমধুর নয়। আমি অবশ্য এতে প্রচুর কাব্যরসের সন্ধান পেয়েছি এবং এর অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গেও আমার যথেষ্ট মতৈক্য আছে। তা'ছাড়া, মতের মিল না থাক্লেও উদার পাঠক কাব্যরস উপভোগ ক'রতে পারেন: আমার প্রচেষ্টা বিফল হ'য়ে থাক্লে মূলের সঙ্গে পরিচয় সমধিক বাঞ্ছনীয়।

এখানেই বলা দরকার যে—আমার রচনাকে অনুবাদ বলা হয়তো খুব সমীচীন নয়, কারণ আমি কোথাও আক্ষরিক অনুবাদ করিনি। প্রকৃতপক্ষে আমি বইখানাকে ঢেলে সেজেছি: প্রায় সর্বত্রই দুই বা ততোধিক শ্লোককে একটি স্তবকের ছাঁচে ফেলেছি; অনেক জায়গা বাদ দিয়েছি—অপেক্ষাকৃত দুরূহ বা স্ব-বিরোধী ব'লে, -স্থলে স্থলে রসাভাবের

জন্যেও : এবং অনেক গুলোতে আমার নিজের চিন্তাও ঢুকিয়ে দিয়েছি, মূল সুরের তালভঙ্গ না ক'রে। বার্টন্ নিজেও তা' ক'রেছেন ব'লে জানিয়েছেন। কাজেই আদি ফার্সি গ্রন্থের সঙ্গে পার্থক্যটা আরো বেড়ে গেলো, যদিও আমার ধারণা কবি-দার্শনিকের প্রধান বক্তব্য কোথাও বিকৃত করিনি—স্বেচ্ছায় অন্ততঃ। ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবেশে খানিকটা পরিবর্তন বাধ্যতামূলক -বিশেষতঃ ছন্দোময় অনুবাদে।

দর্শনকে কাব্যে রূপদানের সার্থকতা সম্বন্ধে কারো কারো সন্দেহ থাক্‌তে পারে কিন্তু অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন—ভরসা আছে। রচনা-বিশেষের অসাফল্য গ্রন্থকারের নিজের, আদর্শের নয়। অবশ্য কাব্যের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ আশা করা বৃথা, তা ক'রলে লেখকের ভাগ্যে বিড়ম্বনাই সার হবে। তবে এখানে বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবেনা—বর্তমান লেখক তাঁর নিজস্ব মতবাদ ন্যায়সম্মত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা ক'রেছেন অচির-প্রকাশ্য দু'খানা ইংরেজি গ্রন্থে ("Logic, Value and Reality"; "Causality in Science and Philosophy")। হাজী আব্দু-র "কসিদা"-র স্বচ্ছন্দ অনুবাদের সার্থকতা বিচার ক'রতে অনুরোধ জানাই সংস্কারমুক্ত বিদগ্ধজনকে।

অনুবাদে অনুসৃত ছন্দ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। মূল গ্রন্থ এবং ইংরেজি অনুবাদ দীর্ঘপয়ার ছন্দে রচিত। আমি একে রুবাইয়ের রূপ দিয়েছি — প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল, তৃতীয় চরণ আলাদা : তবে ছন্দো-ঝঙ্কারের জন্য প্রতিটি চরণে অতিরিক্ত মিলও দিয়েছি। ওমর খৈয়ামের অনুবাদ "সুরা ও সাকী"-তে আমি অনুরূপ ছন্দ ব্যবহার ক'রেছি।

বইখানার অঙ্গসজ্জা করেছেন খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্তী: অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ছবিগুলো এঁকে না দিলে এর সচিত্র রূপ দেয়া সম্ভব হ'তোনা। এই সাগ্রহ ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের জন্যে তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মুদ্রাকর শ্রীআত্রকুমার বসু অন্য কাজ ফেলে রেখে বইখানা ছেপে দিয়েছেন খুব তাড়াতাড়ি। এইজন্যে তাঁর কাছেও ঋণ থেকে গেলো। —প্রকাশক শ্রীশান্তনু মুখার্জির সঙ্গে ধন্যবাদের সম্পর্ক নয় ব'লে পুস্তক-প্রকাশে তাঁর সহযোগিতার কথা উল্লেখ ক'রেই কর্তব্য পালন ক'রছি।

৩২/৬ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৯
১৩ই ফাল্গুন, ১৩৬৩

বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য

স্নেহাস্পদ
শ্রীশান্তনু মুখার্জিকে

আত্মযোনি বিশ্বকর্মা নাই মূলে বস্তু-জগতের;
বিবর্তন-জাত নর, স্রষ্টা তা'র কল্পনা-পুত্তলি।
ক্রীড়নক-পদে ব্যর্থ অশ্রুপূত শ্রদ্ধার অঞ্জলি:
উদ্দেশে প্রণাম ক'রো অনাগত অতি-মানবের!


উপহার

স্বপ্ন-সংহার







এক

বেদন-বেহাগ গাইছে বুঝি
তন্দ্রা-পরী যাবার আগে ;
তারার মাণিক খোঁপায় গুঁজি'
ক্লান্ত রাতি বিদায় মাগে !
ম্লান চাঁদিমা মনের দুখে
মুখ লুকালো আঁধার-বুকে ;
ঘুম-ভাঙা ভোর হাই তোলে জোর,
হাওয়ার দেহে শিহর জাগে

জ্বল্‌ছে নভে কনক-শিখা,
ধূসর টিলা ফাগ মাখে গা'য় ;
ধূপের ধোঁয়ায় কুজ্‌ঝটিকা
ভানুর কাছে বার্তা পাঠায়।
মেঘকে ছুঁয়ে খেজুর-বীথি
স্নিগ্ধ ছায়ে ছড়ায় প্রীতি ;
বৃষ্টিধারার ফুল-পাপিয়ার
স্বপ্নে ভুলে' যাত্রীরা ধায়।

সানুর সবুজ সোপান-মালায়
সায়র-তলের মেদুর ছবি;
মৃদুল সমীর সারঙ্‌ বাজায়,
বয়েৎ শোনায় তরুণ কবি।
মক্কা-শরীফ যাচ্ছে ওরা,
পুণ্য-প্রদীপ জ্বাল্‌বে ত্বরা
ওদের মুখে ফুট্‌বে সুখে
স্বর্গলোকের মধুর রব-ই !

আমরা মরূদ্যানের 'পরে
কুশল পুছে'ই ছুট্‌তে থাকি ;
মোদের মিলন বিদায়-তরে--
এই কথা কি বুঝ্‌তে বাকি !
সন্ধ হ'লে শুধাই কা'রে,—
ছন্নছাড়া আত্মাটারে ?
চিন্তা-আকুল কয় সে—"বাতুল,
মোর জ্ঞানে-যে মস্ত ফাঁকি !"

কেন-ই মিলন—বিদায় কেন,
সইবো কি এই নিঠুর খেলা ?
ভাগ্য মোদের বিরূপ হেন,
দিল্‌দরিয়া ওদের বেলা !
ওদের সাঁঝে প্রেমের বাতি,
আমরা উষায় হারাই সাথী ;
ওদের লাগি', হায় বিবাগী,
পাচ্ছি বুঝি আমরা হেলা !

চক্ষে অঝোর অশ্রু ঝরে,

বুক গুমরে দুঃখে লাজে ;

জীবন ভোরে তুচ্ছ করে,

মৃত্যু দেখায় শঙ্কা সাঁঝে।

বন্ধুরা মোর, দাও গো বিদায়,

ঘোর কুহেলী-তিমির ঘনায় ;

শুন্‌ছি দূরে করুণ সুরে

উটের গলায় ঘুন্টি বাজে !

*



দুই

উষর মরুর তাতল বালি
আজ ধাঁধালো ক্লান্ত আঁখি ;
বাঁধ্‌তো বাসা হেথায় খালি
অতীত যুগের লুপ্ত পাখী।
কালের পদ-চিহ্ন কতো
রাখ্‌লো খাদে গভীর ক্ষত ;
চক্রবালে ঝড়ের তালে
প্রেত-যোনিরা নাচ্‌ছে নাকি ?

ক্রূর নিয়তি নিপুণ করে

আঁক্‌লো ভালে অলখ রেখা ;

মৌলানারা এলেম-জোরে

পড়্‌তে নারে সেই-সে লেখা !

কোত্থেকে মোর হেথায় আসা,

কোথায় মেটে হৃৎ-পিয়াসা ;

প্রশ্নগুলির উঠ্‌ছে জিগির,—

সাচ্চা জবাব যায়না দেখা।

যুগ্ম অসীম কালের ফাঁকে

বর্তমানে যেম্‌নি আসি,

আঁধার-ঘেরা পথের বাঁকে

সাপের মুখে ফুট্‌লো হাসি ;

মেঘ দেখালো ভীম ভ্রুকুটি,

ঘূর্ণী-বায়ু আস্‌লো ছুটি' ;

লোলুপ ফণায় স্বাগত জানায়

ক্ষিপ্ত নদীর ঊর্মিরাশি !

স্বপ্ন দেখে মানস-চোখে
গজল-ভোলা প্রেমিক কবিঃ
"গুল-বাগিচায় গাই পুলকে,
পাই পেয়ালায় পরীর ছবি!
বেহেস্ত-মাঝে সে-ই তো সাকী,
ওষ্ঠাধারে-ই শরাব চাখি!"
ভাব্‌লো সে, হায়,—হেথায় হোথায়
ফূর্তি ছাড়া অসার সবি!

রুবাই রচে আত্মহারা
কাব্যরসিক দারুণ জ্ঞানী;
ব'ল্‌লে—"মরণ ভাগ্য ছাড়া
সব ধাঁধার-ই হদ্দিস্ জানি!"
যুক্তি বিবেক বিদায় ক'রে
দ্রাক্ষা-বালায় তুল্‌লো ঘরে;
"মদ্যে ধরম—সত্য পরম"
শোনায় সুফী গভীর বাণী!

গাইছে কোনো মন্দমতি
“কান্না শুধু পৃথ্বী মাঝে”;
আত্মাদরের সূক্ষ্ম গতি
দুঃখবাদী বুঝ্‌বেনা যে!
“পুণ্য ধামে আস্‌ছে যারা—
পূর্ণ সুখে মাত্‌বে তা’রা”;
দরদভরা হৃদয়হরা
আপ্ত কথা-ও ব’ল্‌বো—বাজে!

ধর্ম-মাতাল মোল্লা বিলায়
সিংহ-নাদে তত্ত্ব বাণীঃ
“সত্য আমি মিথ্যে ধরায়,
বিন্দু মাঝে-ই সিন্ধু জানি!”
অমর শিখা জ্বাল্‌বে গোরে,
বরাত বুঝি ঠাট্টা করে;
শিষ্যরা, হায়, মার্‌লো-যে তায়-
চণ্ড রোষে লোষ্ট্র হানি’!

ভোগ-বিলাসী বাদ্‌শা বলে--

"গির্জে-দেউল তফাৎ রাখো ;

লাস্য-মুখর রঙমহলে

আপ্‌না ভুলে' দু'দিন থাকো !"

জন্তুগুলো-ই উদরসেবায়

ঘুম-রভসে জীবন কাটায় ;

মানুষ কেন উল্কা-হেন

শূন্যপানে ছুট্‌বে নাকো ?

দুঃখ জ্বালার উপত্যকায়

অশ্রু সরিৎ বইছে ধীরে ;

কেউ-যে তবু উল্লাসে ধায়,

কেউ খোঁজে সুখ অন্য তীরে ।

স্বর্গ কোথায় ব'লবে, সখা ?

হর্ষ-নিলয় কই অলকা ?

অতীত খতম্‌- ভবিষ্যৎ যম,

আজ্‌কে ঘুমোও স্বপ্ন নীড়ে !

চিন্‌লি আজো ধরার ধূলি ?
জন্ম থেকে ভেবেই সারা ;
কপ্‌চালি, ভাই, হরেক বুলি—
স্বর্গ-নরক কেমন্‌ধারা !
বিশ্ব বিরাট্‌—ক্ষুদ্র-যে তুই,
অন্ধ কারায় বন্ধ নিতুই ;
স্পর্ধা তবু—ভূমায় কভু
ধর্‌বি মুঠোয় আঙুলপারা !

*



তিন

হায় রে মানুষ--কল্পনা সার,

শুভ্র আলোয় কৃষ্ণ ছায়া!

বুদ্বুদে চাও গ'ড়্‌তে মিনার

রম্য আশায় দীপ্ত কায়া।

হিংস্র খাঁচায় বন্দী তুমি—

হাস্‌ছো ব্যাধের হস্ত চুমি ;

"মুক্তি হবে তোমার কবে ?"—

শুন্‌লে ব লো--"সব তো মায়া!"

রক্ত-মাংসে তৈরি দেহ
নরনারী চায় পরস্পরে ;
স্থূল তাগিদে গ'ড়লো গেহ,
দেবশিশু তায় জনম ধরে।
রৌদ্র-ঝড়ে ক্ষুব্ধ হিল্লোল,
অশ্রু-ঘামে সিক্ত কপোল ;
সেই শিশু চায় তুলতে ধরায়
দিব্য কুসুম জীবন ভ'রে।

বাল্য কাটে, কৈশোর-ও যায়,
যৌবনের-ও মাদির বেলা ;
প্রৌঢ় ক্রমে পৌঁছে' জরায়
সাঙ্গ করে দেবের খেলা।
এই দুনিয়ার ভোজসভাতে
ডাক না পেলে-ও আসন পাতে
লভ্য তো তা'র লাড্ডু মোয়ার,
ভাতি যা'তে কাঁকর মেলা !

বুঝ্‌লো ধীরে মানব জীবন
দীর্ণ গুহায় শীর্ণ আলো ;
ভয় দেখালো মেঘের মতন,
বাজ বিজুলি, ঘূর্ণী কালো।
রঙীন স্বপন দেখ্‌লো নিশায়,
ভোর না হ'তে তা'-ও যে মিলায় ;
তরল সুধায় গরল লুকায়,
কুঞ্জে গোলাপ খুন ঝরালো !

মাংস-ইঁটের তৈরী বাড়ী
অস্থি-রূপী থামের 'পরে ;
রক্ত-মেদের সিমেন্ট্ তা'রি,
পলেস্তরা ত্বকের স্তরে।
প্রাণ মুসাফির যেইনা ঢোকা
কোন্ জাদুকর লাগায় ধোঁকা ;
জাল বুনে' যায় রোগ কলিজায়,
শোক ভীমরুল অন্ধ করে !

চারদিকে ছায় ভস্ম ধূলি—
জটলা ক'রে আস্ছে ভাসি';
জান্‌লো শেষে হায়, ওগুলি
ব্যর্থ আশা প্রণয় হাসি!
জ্ঞান শকতি শৌর্য যতো
লোটায় ভূঁয়ে দর্পহত;
কবর-তলে কান্তি গলে,
কাল-কীটে খায় কীর্তিরাশি।

ছোট ছিলেম্ যখন আমি
হুল্লোড়ে রোজ মাত্‌ব্ কতো;
নদীর জলে লাফিয়ে নামি,
জুট্‌তো খেলার সঙ্গী যতো।
সাঁতার কাটি মনের সুখে,
ফুলেল ফেনা লাগাই বুকে;
উঠ্‌লে তীরে মলয় ধীরে
চুম্‌তো মুখে মায়ের মতো!

নর্মসাথী সব পালালো,—
পাইনে দেখা আজ বিরলে ;
ডুব্‌লো কেহ, কেউ হারালো,
তেপান্তরে যায় কে চ'লে।
বন্যাজলে কেউ ভেসে যায়,
কাল-পাথারে কেউ বা মিলায় ;
রইলো বাকি—একটি পাখী
ঝঞ্ঝাহত নীড়ের কোলে।

.

কেউ বোঝে না হিংসে করে
জন্ম কাটাই যাদের মাঝে ;
দুঃখে কারো মন গুমরে,
কষ্ট কারো কাঁদায়না যে !
সম্মুখে মোর ম'রছে যারা
হাল্‌কা বায়ে ঝ'রছে তা'রা ;
মৃত্যু নিজের প্রলয় কালের
গুমোটভরা করাল সাঁঝে !

বিত্ত-পুঁজি জল্‌দি ফুরায়,
বিদ্যে তো যায় মাঠে-ই মারা ;
ভাগ্যেরি ফের গ্রন্থগুলায়
পোকায় কেটে ক'রবে সারা।
কলম-পেষা যেইনা শেখা
চিন্তা-কালির পাইনে দেখা ;
ঘোর পরিতাপ—সন্দেহ পাপ
শুকোয় শীতল প্রেম-ফোয়ারা

গ্রীষ্ম-তাপে বুক ফাটে কি ?
মুক্তো-ঝোরায় নাব্‌লো ঢল ;
দ্রাক্ষালতায় দুল্‌ছে দেখি
নন্দনেরি লালসা ফল।
আশ মেটাবি, বেকুফ ওরে ?
কিস্‌মৎ আসে শিলার ঝড়ে ;
হিমেল পরশ ক'রবে সরস
এক নিমিষে গোরের তল!

মিথ্যে তোদের জ্ঞানের বড়াই,
কূট ফাঁকিতে জগৎ ভরা ;
জন্ম-মরণ বুঝ্‌লি না ছাই,
ছায়ার সাথে ল'ড়্‌ছি মোরা
ওষ্ঠে হাসি নেত্রে বারি,
ব'ল্‌ছি "বিধি দরাজ ভারি ;
মোদের তরে সে-ই তো গড়ে
প্রেম-শোভাতে পূর্ণ ধরা !"

*



চার

সত্য যুগের স্বচ্ছ উষায়

দ্রষ্টা ঋষি উঠ্‌লো গেয়ে ঃ

"সৃষ্টি-মূলে স্রষ্টা কোথায়

দম্ভী বলী নরের চেয়ে ?"

শৈশবে যে শেওড়া গাছে

শঙ্কা-পেঁচো লুকিয়ে নাচে,

সে-ই কী ক'রে মুখোস প'রে

মন্দিরেতে আস্‌লো ধেয়ে !

শাক্যমুনি ভাব্‌লো হেসে

"ব্রহ্ম খুঁজে মরছো মিছেই।

দুঃখ-মরণ পথের শেষে

মুক্তি আছে, মুক্ত-সে নেই।"

শক্তি-স্বরূপ রাখ্‌তো কি দুখ?

প্রেমের ঠাকুর চাইতোনা সুখ?

বিকার বিহীন "অস্তি"-তে লীন

ব্রহ্ম শুধু শব্দ কাণেই।

কন্‌ফুসিয়াস কইলো কবে

"দেবতা যদি রয় অমরায়,

নিত্য তারা ব্যস্ত সবে

নিজের হাসি ঠাট্টা খেলায়।

কান্না মোদের মোদের ব্যথা

পোঁছবেনা ভুলে-ও সেথা

আছেন যাঁরা থাকুন তাঁরা,

কাজ কী, রে ভাই, তাঁদের কথায়!

জহীদ বলে "শহীদ ভায়া,
মিথ্যে ক'রো জান্ কোরবান্
পঞ্চভূতে তোমার কায়া
তৈরি হ'লো দ্রব্য সমান।"
বস্তু মিলোয়-বস্তু আসে,
প্রাণ বিকর্ষে প্রাণের শ্বাসে,
কার্য-কারণ ক'রলো রচন
বিশ্বজগৎ, নয় ভগবান্।

মুচ্‌কি হেসে খৈয়াম কবি
মোল্লাকে কয় কোন্ খেয়ালেঃ
"আল্লা লুকোয় আসল ছবি
মোর কলিজার অন্তরালে!
শূন্যে ঝোলে ধরার ফানুষ
অঙ্কে আঁকা ছায়ার মানুষঃ
মিথ্যে বড়াই ক'রবি যাচাই
ভানুমতীর এ ইন্দ্রজালে!"

খোদায় বানায় কোন কারিগর,
নিজেই নিজের জন্মদাতা ?
ন্যায় তবে কয় "এই চরাচর
স্বয়ম্ভূ,—তা'ই চাইনে ধাতা।"
তর্কেতে, ভাই জট পাকিয়ে
অর্থ কথায় যায় হারিয়ে ;
তা'র চেয়ে বল "ধর্ম বিফল,
আমরা আপন পরিত্রাতা।"

শঙ্কা-কাতর বালক কাঁদে
"রক্ষা ক'রো এবার, পিতা !"
দুঃখী মানব আশায় ফাঁদে
স্তব-স্তুতি আর ভজন-গীতা।
স্বর্গ নামায় মর্ত্ত্য 'পরে,
আত্ম-রূপে স্রষ্টা গড়ে ;
বিশ্ব-বিধান নর করে দান,
ভাঙ্‌তে তবু চায় না কি তা' ?

প্রার্থনা তো বঞ্চনা সার

রুদ্ধ-দুয়ার ছদ্ম কারায় :

ন্যায্য যেটা পাওনা তোমার—

দেয়নি বিধি মুক্ত ধারায় ?

আর যদি দান পাল্টাতে চাও,

বল্‌বো তবে স্পর্ধা সেটা-ও ;

দৈব বিধান বজ্র-পাষাণ,

গল্‌বেনা তা' অশ্রুকণায় !

মত্ত মানুষ আত্ম-পূজায়,

বল্‌ছে—"খাঁটি আদর্শ চাই !"

শ্রেষ্ঠ নরেই দেব্‌তা সাজায়,

খোদার ওপর খোদ্‌কারি তা'ই !

কল্পনাটা ভুল্‌ছে শেষে,

স্বপ্ন চালায় সত্য-বেশে ;

গাধা-ও যবে ধর্ম ল'বে,

দেউলে র'বে কল্প-গাধা-ই !

শান্ত ঋষির আদর যেথায়,
ব্রহ্মকে পায় বিশ্বমাঝে ;
যুদ্ধ যেথায় রাজায়-রাজায়,
যুগ্ম নৃপ-ই দেবতা সাজে।
ভৃত্য মরে প্রভুর হাতে,
শক্তি চলে দেব-সভাতে ;
মর্ত্যবাসী মাতলে খেলায়,
স্বর্গে চপল সুর বিরাজে !

পঙ্গু না শঠ স্রষ্টা তোমার
হিংসে করে নিত্যি নরে !
নইলে যেবা জয় গাহে তা'র-
মারবে তা'কেই দুঃখে ভরে ?
আয় ছেড়ে, ভাই, সাধন-পূজন,
রৌদ্র-হাওয়ায় ভরবো জীবন :
মৃত্যু যেদিন ডাকবে সেদিন
কোল দিবি তায় নৃত্য ক'রে !

মিথ্যে মতের আবছায়া যায়,
সত্য আলো ফুট্‌ছে ধীরে ;
বিজ্ঞানেরি ফাঁক ভরে তায়,
স্রষ্টা ডোবে অথৈ নীরে !
ধর্ম নিয়ে লড়াই খতম্‌,
দর্শন-ই দেয় তথ্য চরম ;
রশ্মিতে তা'ই চুল্লী সাজাই,
ভস্ম করি ভূত বিধিরে !

*



পাঁচ

মন্দ-ভালোর দ্বন্দ্ব চলে
সর্ব্ব যুগে সকল দেশে ;
অন্যে যারে মন্দ বলে
আমরা ভালো বল্‌ছি হেসে
মিথ্যে ক'রো এই নিয়ে খেদ,
বাস্তবে নেই মস্ত প্রভেদ :
মোর যা' প্রেয় সাজ্‌লো শ্রেয়,
অপ্রিয় রয় মন্দ-বেশে।

মর্জি-মাফিক করছি সবে
মঙ্গল-অমঙ্গলের বাছাই ;
সুখ দিলো যা'—কাম্য ভবে,
দুঃখ আনে অশিব সদাই ।
স্থান কাল এবং পাত্র ভেদে—
সংজ্ঞা পৃথক্ দিচ্ছি বেঁধে ;
পুণ্য-নিশান পাপ কভু চা'ন,
পাপমাঝে দিই পুণ্যকে ঠাঁই

যমজ দু'ভাই মন্দ-ভালো—
নিত্য বাঁধা আলিঙ্গনে ;
খুঁজ্‌লে ভালো আস্‌ছে কালো,
শিবকে খেদাই অশিব সনে !
টানা-প'ড়েন দুইটি সুতোয়
জাল বোনে নর দোষ গুণময়
পাপ-ছায়াহীন পুণ্য-রঙীন
জীব বুঝি নাই তিন ভুবনে ।

যাত্রা করি জীবন প্রাতে,

সাম্‌নে হাসে ধূসর মরু ;

ভাগ্য দিলো বীজটি হাতে -

ক'রবো রোপণ আশার তরু।

ফুল-ফোটারি অনেক দেরী,

কর্মফল তো পাইনে টের-ই ;

ভস্মে ঢালি হবির ডালি,

ধোঁয়ায় ঢাকে ইষ্টি চরু !

জড়-ভরতে সাক্ষী মান'

স্থবির কবি ব'ল্‌লে বটেঃ -

"কণ্ঠে মোদের পীযূষ-বাণী,

ত্রিদিব ছবি হৃদয় পটে !"

স্বপ্ন দেখে' দিনের আলোয়

অন্ধ মুনি উচ্ছ্বসি' কয়ঃ -

'দুঃখনাশী স্বর্গ হাসি

আদিম যুগে ধরায় ফোটে !"

আমরা জানি—সৃষ্টি-উষায়
পৃথ্বী ছিলো অগ্নি-গোলক ;
ঠাণ্ডা হ'লে—জাগ্‌লো সেথায়
আচম্বিতে প্রাণের ঝলক।
জন্তু বিহগ আস্‌লো ক্রমে,
জংলী মানুষ সাথেই ভ্রমে ;
বন্য বুকে—হিংস্র মুখে
মিছেই খোঁজো দিব্য আলোক

তারপরে নর শিখ্‌লো কখন
পল্লী-ক্রোড়ে বাস রচনা ;
ভুল্‌লোনা সে পশুর জীবন—
নিদ্রা ভোজন ভয় কামনা।
শূল্য আহার, বস্ত্র বাকল,
অস্ত্র বানায় ভল্ল-মুষল ;
যুদ্ধ ক'রে আন্‌তো ধ'রে
শয্যাসাথী পর-ললনা।

বর্ষ ঘোরে—বর্ষ আসে,
যুগের পরে যুগ কেটে যায় ;
জন্তু-জয়ী মানুষ হাসে,
প্রকৃতিকে প্রশ্ন শুধায়।
বিজ্ঞানেরি জন্ম ঘটে,
দর্শনের-ও চক্ষু ফোটে ;
কাব্য-গীতি নৃত্যরীতি
বর্ণ-রেখায় চিত্ত ভোলায়।

শিখ্‌লো পূজো রূপ সুষমার,
সত্য কেমন - চিন্তা করে ;
মঙ্গলের-ই সত্তা-বিচার
ক'রতে যেয়ে মুণ্ড ঘোরে !
কেউ ভাবে -"শিব সুখের জনক,"
কেউ তা'রে কয়—"বিবেক আলোক";
অন্যরা গায়- -"বসুন্ধরায়
মঙ্গল-ই তো স্বর্গ গড়ে !"

স্বর্গ কেমন—জান্‌বোনা, ভাই,
ঈশ্বরের-ই রূপ না মানি :
মন্দ-ভালোর প্রভেদটা তাই—
মর্ত্য-ভাষায় আজ বাখানি ঃ-
মোদের প্রাণ ও সুখের তরে
কাম্য যে-কাজ তা'ই শ্রেয় রে !
প্রেয়-শ্রেয়ের শ্রেয়-প্রেয়ের
মধ্যে অভেদ -এই তো জানি।

অন্ধ যেজন দেখ্‌তে না পায়
ব্যাঘ্র চোখে মৃত্যু আলো ;
ভূকম্পনে মূর্খ-সে গায়
"রুদ্র, প্রলয় বহ্নি জ্বালো !"
ঝঞ্ঝা নাকি খোদার ছোঁয়া,
প্লেগ মারী তো মায়ের দয়া ;
যুদ্ধ মাঝে কয় নিলাজে
"শান্তি এবার লাগ্‌বে ভালো !"

আদ্যি কালের মানব যবে

জান্‌তো শুধু নিজের দলে,

বংশ-হিতেই লাগ্‌লে তবে

কর্ম্মে শুভ কাম্য বলে ;

বংশ-কুল আজ লুপ্ত ধরায়,

গণ্ডীগুলোর দ্বার খুলে' যায় ;

বিশ্ব-প্রেমে পাই-যে ক্রমে,

মন্দ-নরের অমঙ্গলে।

*



ছয়

"সত্য তুমি বল্‌ছো কা'রে ?"

ব্যঙ্গ-সুরে অবুঝ শুধায় ;

সন্ত-সাধু-ই জান্‌লো না রে

স্পর্শমণি কোথায় লুকায় !

সত্য-মুকুর চূর্ণ ক'রে

কোন্ মায়াবী বিশ্ব ভরে;

টুক্‌রো পেয়ে উঠ্‌ছে গেয়ে .

"আর্শিখানা আমার মুঠায় !

সত্যাসত্য ধরায় আছে,—
কোন্‌টিরে কই—অলীক মায়া :
তত্ত্ব-সাধক গুণীর কাছে
একটি ছবি অপর ছায়া।
দীঘীর পাড়ে হর্ম্ম্য হাসে,
স্থির জলে তা'র বিম্ব ভাসে :
আকাশ-বুকে জড়ায় সুখে
চাঁদ্‌নি আলোয় মেঘের ছায়া।

বন্দী সবাই অতল কূপে
মর্‌ছি কেঁদে "কোথায় আলো?"
ইন্দ্রিয় চায় বাহ্য রূপে,
রঙের মোহ চোখ ধাঁধালো।
হৃদয় যদি দ্বিধায় বলে—
"সত্তা লুকায় খোলস-তলে":
অমনি তখন গুঞ্জরে মন
"অন্তর-আঁখির দেউটি জ্বালো!"

"প্রত্যয়-ই তো পাহাড় নড়ায়"—
　　শুন্‌ছি সদা লোকের মুখে ;
শুকপাখী যেই বিদ্যে ফলায়,
　　দম্ভ দেখে' দাঁড়াই রুখে'।
সংস্কারেরি ভিত্তি 'পরে
ধর্ম তাঁসের সৌধ গড়ে ;
যুক্তি-তুফান হয় আগুয়ান,
　　[illegible]বে-যে তা' ধূলার বুকে !

ভক্তরা কয় চোখ ঠাহরি'—
　　কণ্ঠে ঝরে হর্ষ অপার ঃ—
"তর্কেতে না মিল্‌বে হরি,
　　বিশ্বাসেতে পাই দেখা তাঁ'র !"
মরুর মাঝে পান্থ-যে পায়
স্নিগ্ধ সলিল মৃগতৃষ্ণায় ;
রয় যতোখন আশায় মগন,
　　ভুল ভাঙাতে মন চাহে কা'র !

"ভূত ভবিষ্য বর্তমানের
সব-যে জানেন জগৎপ্রভু ;
মুক্ত বটে ইচ্ছা মোদের,
তাঁর অগোচর নয় তা' কভু !"
শুধাও যদি—"গোল এতে নেই ?"
ভক্ত বলেন—"কৃষ্ণ হৃদে-ই ;
ইঙ্গিতে তাঁর ইচ্ছা আমার,—
ক'রছি আমি কাজটা তবু।"

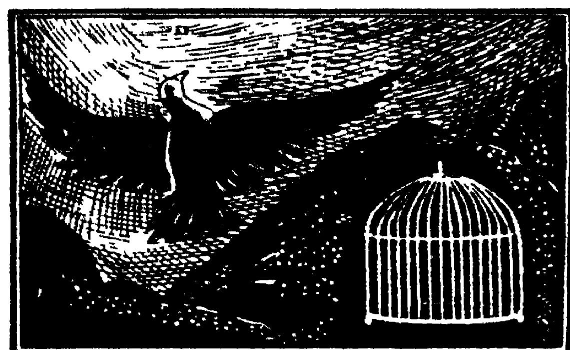
মিথ্যে দিবা-স্বপ্নে মাতে
ভাববিলাসী যুক্তি-বিমুখ :
সত্য রাঙায় কল্পনাতে,
নইলে-যে পায় বাস্তবে দুখ।
অতীত ভুলের মার্জনা চায়,
ভবিষ্যতের নিচ্ছেনা দায় ;
স্বেচ্ছাচারের সমস্ত জের
খোদায় দিয়ে পাচ্ছে কী সুখ !

"বেহেস্ত-মাঝে ক'রবে সফর?
সত্য চিনে ন্যায় পথে যাও;
দর্‌বেশি ভাই খুল্‌বে দুয়োর,—
জল্‌দি তা'রি পাওনা মেটাও!"
বাত্‌লে' দিলো হদিস্‌ যেজন—
সবশেষে কি ফেল্‌ছে চরণ?
রাস্তা দেখায়—আপনি না যায়,
কারসাজিটা আজ বুঝে'নাও।

দুর্ম তামাম ঠুন্‌কো অসার,
সত্য কিছু সবাই ধরে,
"সাঁচ্চা শুধু মালটা আমার"—
সব ব্যাপারী হাঁকেই জোরে।
আঁশ ছাড়িয়ে শাঁস চেখে নাও,
নীর ফেলে' ক্ষীর নিঃশেষে খাও;
জন্মি' নীড়ে রইবি কি রে
মৃত্যুকালেও ভ্যাঁপ্‌সা ঘরে?

'কোন্ নিরিখে ক'রবো যাচাই—
তাক্-লাগানো ইষ্ট-বাণী ?
জ্ঞান সমুদয় বিজ্ঞানে পাই,
ঐক্যকে তা'র কষ্টি মানি।
আত্ম-বিরোধ চিন্তাতে যার,
ন্যায়কে করে থোড়াই কেয়ার ;
তুচ্ছ খেয়াল হাটের দালাল,
তা'র বেসাতি মিথ্যা- জানি।

*



সাত

ধর্ম্ম বলে -"আত্মা-পাখী
বন্দী হেথা দেহের খাঁচায়"
মৃত্যু-পারে ফের সে নাকি
মুক্তি পেয়ে পুচ্ছ নাচায়!
শব্দ-রোজায় সর্ষে ঝাড়ে,
ভূত চাপে তাই শবের ঘাড়ে;
সত্যি কথা -জীবন লতা,
চিত্ত রূপী ফুল ধরে তায়।

চিত্ত-লেখা চোখ মেলি' চায়

পুঁচ্‌কে জ্রূণের তনুর নভে,—

যৌবনেরি মধুর নিশায়

পূর্ণকলায় বিকাশ লভে ;

জোছ্‌না-হাসি ঝরায় সুখে,

জোয়ার জাগে তরল বুকে ;

ফের সে মিলায়—মরণ-ছোঁয়ায়

পড়্‌বে ভেঙে আকাশ যবে !

ষ্টি-দিনের ভোর থেকে, ভাই,

প্রাণ-তটিনী আস্‌ছে ব'হে ;

মধ্যপথের চিহ্ন না পাই,

স্রোতটি তবু আজ্‌কে রহে

"আত্মা" -তুমি বল্‌ছো যাকে,

সেই সরোজের জন্ম পাঁকে ;

জন্তু-জীবের সঙ্গে মোদের

আত্মীয়তা মিথ্যে নহে।

দীর্ঘ সিঁড়ি গড়্‌লো জীবন—
সংখ্যাবিহীন ধাপগুলো যার
মাত্র ক'টি দেখ্‌ছি এখন,
বাদ বাকি সব—চক্ষেরি বার।
ধরিত্রীর-ই স্কন্ধে দাঁড়ায়,
ঊর্দ্ধপানে হাতটি বাড়ায়ঃ
বল্‌বো কিসে—হারিয়ে দিশে
সাঙ্গ হ'লো আজ খেলা তা'র

জন্ম দিলো আত্মা-ভূতে
দুঃখ জরা ভয়ের তিমির·
পাক্‌ড়াবে তায় মৃত্যু-দূতে—
বল্‌ছে শুনি পাণ্ডা ফকীর ঃ—
"জাহান্নামে ধর্ম-যে, হায়,
তপ্ত শিকে অঙ্গ পোড়ায়ঃ
পাওনা ফেলে' আত্মা গেলে—
ফের পা'বে তাই সূক্ষ্ম শরীর!"

বিংশ শতক চল্‌ছে ধরায়—
বিজ্ঞানে দিক্‌ উজল ক'রে ;
মধ্য যুগের আতঙ্কটায়
আঁকড়ে' র'বি আজ্‌কে-ও রে ?
ভণ্ড গুরু হাঁক্‌ছে জবর -
"মর তনুতে আত্মা অমর !"
আত্মা তো তা'র—কুট ভাবনার
চর্কিবাজির মতন ঘোরে !

একটি সেতার আত্মা-ও মন,—
মগজ ঘিলুর স্পন্দে বাজে ;
চিন্তা প্রয়াস অনুভাবন—
পাক্‌-দেয়া তিন তন্ত্রী রাজে ;
স্থির কভু নয় ক্ষণেক তরে,
গভীর ঘুমে-ও ছন্দ ঝরে ;
ছেদ-যতিহীন যন্ত্রটি ক্ষীণ—
চূর্ণ হবে মৃত্যু-সাঁঝে !

যুক্তি দেবে মুক্তি-আলো

মায়ায় ঘেরা গোলকধাঁধায় ;

তা'র শিখাতে রয় যা' কালো—

ঠাঁই দিয়োনা অন্তরে তায়।

ত্যাগ ক'রো কাল্ সুড়ং মতো

গুহ্য সাধন-মার্গ যতো ;

মূর্খ তা'রা ধাইছে যারা

দেবদূতের-ই শঙ্কা—গুহায় !

*



আট

স্বর্গ কোথায়—কোথায় নরক,
বাল্য কালের কল্পনা ?
ফন্দিবাজের অলীক কুহক,
মূর্খ কুঁড়ের জল্পনা !
কিন্তু জানি—ধরার মাঝে
দেবতা—দানব দু'ই বিরাজে ;
তা'রাই গড়ে আপন করে
উভয় লোক এ গল্প না !

সত্যি বটে—চরম বিলয়

সঞ্চারে ভয় বক্ষ-তলে ;

যুক্তি ভুলে' সন্দ-যে হয়—

ক'রবোনা ভোগ কর্মফলে ?

প্রেম-স্নেহেরি পাত্র কি, হায়,

লুপ্ত হবে কবর-ধুলায় ?

মোল্লা-পুরুত -ধূর্ত বহুৎ—

স্বার্থে লাগায় অশ্রুজলে !

যুক্তি বলে—"হারায় যে খেই

দুঃখ-সুতোর—সেইতো ভালো;"

প্রেম তা'রে কয় "সল্‌তে জ্বেলেই

যায়না নিভে' অরূপ আলো।"

মন পারে কি রুখ্‌তে হিয়ায় ?

ব্যথার বানে ন্যায় ভেসে যায় ;

বাঞ্ছা-মিহির কান্না-শিশির

ভস্ম-বুকে ফুল ফোটালো !

অত্যাচারীর অস্থি-আসন
তাই বসুধায় শেকড় গাড়ে ;
গির্জে-দেউল ফুঁড়্‌লো গগন,
বিদ্যায়তন লুকোয় আড়ে।
বাদ্‌শা-রাজা লোটায় ভূমে—
মোল্লা-গুরুর চরণ চুমে ;
পৌঁছে' কবর -দুঃখীগুলোর
বক্ষ-হাপর হাঁফটি ছাড়ে !

"বৈতরণীর ওপার কেমন"
যুক্তি হাকিম বিচার করে ·
কাঠগড়াতে সাক্ষী দু'জন—
ভাঙা হাঁড়ি আর কুলো রে !
একটি শুয়ে বাজ্‌না বাজায়,
অন্যে নেচে ভেল্‌কি দেখায় ·
বাইরে ওঝা লুট্‌ছে মজা,-
পয়সা কুড়োয় মন্ত্র প'ড়ে !

রায় বেরোলে দেখ্‌নু সবাই—
আঁস্তাকুড়ে সাক্ষীরা যায় ;
ওঝার ভাগে আচ্ছা সাজা-ই,—
ঘুরছে সহর উল্টো গাধায় !
একটেরে কোন্ ডাইনী বুড়ী
তুকতাকে চায় ক'রতে চুরি ;
হাকিম হাঁকে—"ডাইনীটাকে
ঘোল ঢেলে আজ করনা বিদায়!

জহীদ কাঁদে কপাল হানি'—
"মাফ ক'রো দীনদুঃখী জনে ;
বেহেস্ত আনে আশার বাণী
প্রেম-ক্ষমাহীন এই জীবনে।
পুণ্য হেথায় সুখ নাহি পায়,
পাপ ক'রে লোক উল্লাসে গায় ;
ভুল বিচারের মিট্‌বে কি জের
মৃত্যু-পারের মুলুক বিনে ?"

"ব্যাপার তা' নয়"—মেজাই বোঝায়

"দিচ্ছি সবার পাত্র ভ'রে ;

কেউ যে বেহুঁশ এক পেয়ালায়,

কেউবা দু'দশ হজম করে।

অল্প পেলো যেই বেচারা

আফ্‌শোস ও তা'র তেমনি ধারা,

যার নিশিদিন নেশায় রঙিন,

যন্ত্রণা সে পাচ্ছে জোরে।"

রাস্তা চিনে' ফেল্‌ছে চরণ

সাবধানী যে তাই না চলে,

খাচ্ছে হোঁচট লঙ্ঘে যেজন

তুঙ্গ শিখর বরফ দ'লে।

ক্ষেতের আলে যেই চাষী যায়,

সে-ও তো কভু পঙ্কে লোটায়,

কন্টক-ই ছায় রাজার চূড়ায়

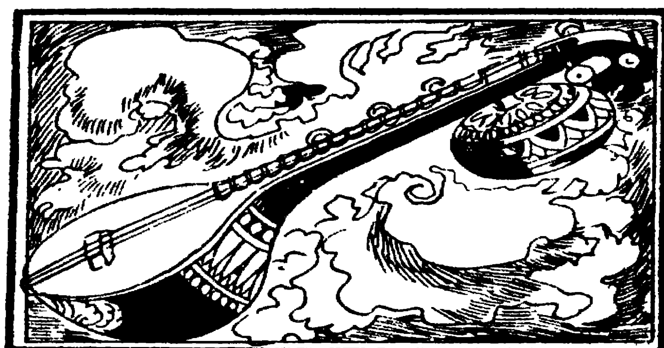
আর গরিবের পাঁজর তলে!

বৃক্ষ-মূলে জ্বাল্‌ছে ধুনি,—
লক্ষ্য মুনির স্বর্গ পানে ;
ফাঁসির গাছে ঝুল্‌বে খুনী—
ঊর্দ্ধে সে-ও দৃষ্টি হানে।
নসিব হেসে কয় ফুকারি'—
"নজর উঁচু দুই জনারি !"
তুল্য মাপের পাত্রে দু'য়ের
দুঃখ-সুখের মদ্য আনে।

শূন্য অসার বস্তু-পিছে
সবাই তবে ছুট্‌ছে কেন ?
পুণ্য-যশের স্বপ্ন মিছে,
ভুল্‌ছে তবু মাতাল হেন !
বিজ্ঞ বলে "জয় চাহিনা,"
অজ্ঞ হাঁকে—"হার মানিনা" ;
সন্ধানী কয় "আনন্দ রয়
অন্বেষণের মাঝেই যেন !"

বেহেস্ত্ থাকুক্ মস্তকে, ভাই,—
চাইনে হুরীর মুখ-মদিরা ;
জাহান্নমের চিহ্ন তো নাই
ভয় দেখাবে যম দূতীরা !
মাঝ গাঙে মোর ভাসাই তরী,
হাতছানি দেয় জ্ঞানের পরী :
রচ্‌বো গাথা শুন্‌বেনা তা'
ভাগ্যদেবী মূক বধিরা ?

*



নয়

জীবন বেদের মন্ত্র মধুর,

অর্থ মাতায় পরাণ—জানি ;

মরম বীণায় তুল্‌ছে যে-সুর,

মূর্ছনা তা'র করুণ—মানি ।

মীড়টি বুঝি তাই মিলালো

একতালীতে রূপক তাল-ও ;

নয়ন-লোরে পড়্‌ছে ঝ'রে

অমৃত-রেশ জোছ্‌না ছানি'

সংসারে, দোস্ত্, রাস্তা দু'টি—
আঁতুড় থেকে চিতার দোরে
একটিতে ফুল উঠ্ছে ফুটি',
অপরটি-যে কাঁটায় ভরে।
শান্ত পথিক আন্‌মনে যায়,
খোশবু শুঁকে' চিত্ত রাঙায়,
কাঁটার পথে হাজার ক্ষতে
দামাল ছেলের রক্ত ঝরে।

রম্য পথের সুবোধ পথিক—
আল্লা-আদম দু'ই মানে সে;
খিদ্‌মতে তা'র আসল বাতিক,
খোদায় খোঁজে নরের বেশে।
দুঃখ ভুলে' সুখলেশ-ই চায়,
ছায়ার বুকে রৌশ্‌নি দোলায়;
তামাম জগৎ খুসীর আড়ৎ,
সেলাম করে মায়ায় হেসে!

কেতাব পোড়ায়, কানুন ভোলে,

মোল্লাকে কয়—"মস্‌জিদে যাও!"

ঠাট্টা করে ফকীর দলে—

"জহর পিয়ে ফির্‌দৌসে যাও!"

টি তা'র ঝর্ণা সনে,

ঝাউকে জড়ায় আলিঙ্গনে;

নার্গিসে ঢের চুম খেয়ে ফের

গুলকে বলে—"মোর চোখে চাও!"

শয্যা ছেড়ে দেখ্‌ছে ভোরে

পায়রা বটুর প্রেম-নিবেদন:

রামধনুকে-ই আন্‌ব ধ'রে,

বুল্‌বুলে কয় "শোনাও কুজন!"

আঙুর-লতার বুক নিঙাড়ি'

ফেনিল খুনে ভর্‌ছে ঝারি;

সাকীর পানে নয়ন হানে—

"ক'রবে ধরায় বেহেস্ত্‌-রচন?"

৮

ফুল-বালিকার পাতলা ঠোঁটে
পান করে রোজ উষ্ণ শিশির ;
দুই গালে যেই ডালিম ফোটে—
রূপ-রসে নায় কোন্ নাগরীর !
স্বপ্ন-মদির জাফ্রানি দিন—
ঈর্ষ্যা করে শয়তান ও জীন ;
কস্তুরীময় আবীর ছিটোয়
গোমড়া মুখে ভাগ্য-বিবির !

চাইনে আমি প্রেম মদিরায়,
পান্সে নেহাৎ—বেজায় ফিকে ;
ঝাঁজ মেলেনা দ্রাক্ষা সুধায়,
কেউ দেখে' কেউ চেখে-ই শিখে !
তাই বলি আজ—সহজ পথে
যাস্নে তোরা সুখের রথে ;
দুখ-সরণীর তপ্ত রুধির
পরাক্ ভালে জয়ের টীকে !

বন্ধু মরদ! মুরোদ থাকে—
জেহাদ চালাও রাখ্‌তে ইমান্‌;
সংস্কারেরি কাল্‌ নেশাকে
দূর ক'রে দিক্‌ যুক্তি-তুফান!
দুশ্‌মন আদত এই দুনিয়ায়—
ক'ল্‌জে মাঝে আস্তানা চায়;
ক্লৈব্য কাফের বাচ্চা মোহের,
তা'র লোহুতে ক'রবেনা চান্‌?

অবিদ্যারি অজ্ঞতা, ভাই,
প্রাণ দেহ মন শিথিল করে;
সত্যকে তাই ক'রছে হেলা-ই—
ভুলের ফসল আঁক্‌ড়ে' ধ'রে
চক্র-ব্যূহের কেন্দ্রটি-যে
ব্যাপ্তি মাঝে গুপ্ত নিজে;
তন্দ্রা-নাভির গন্ধে অধীর—
বিশ্ব ফেলে' আপ্‌না বরে!

অন্তরে তাই ঘোর আঁধিয়ার—
আত্মরতি স্বপ্নের-ই জের ;
আস্‌ছে নেচে জ্যোতির জোয়ার,
ভাঙ্‌লে খোলা—পাস্‌নে কি টের?
যশ অপযশ যখন মাতায়
শরম-কাতর বিবেক শোনায় ঃ—
"খেলাৎ-পুঁজি খোঁচায় বুঝি ?
হাল্‌কা ক'রো দিল্‌টাকে ফের !"

তুচ্ছ ব'লে বুঝ্‌বে তখন
বন্দনারি চটুল বাণী ;
খেয়াল-পুতুল চাইলে পূজন,
ব'ল্‌বে—"তোমায় খেল্‌না মানি।"
ভাব মুলুকে তুমি-ই রাজা,
জ্ঞান-গুলাবে মনটা তাজা ;
দেয় যদি চুম তৃপ্তি কুসুম,—
ক'রবে তা'রেই হৃদয়-রাণী !

পরশমণি রয় যদি, ভাই,
মর্ত্ত্যে-যে নাই—তোর কি জানা?
দিন রজনী তাই খোঁজা চাই,
মিল্‌বে কোথায় ঠিক ঠিকানা!
মৃণাল কোলেই কমল নাচে,
আঁখির নীরে-ও পুলক আছে;
ভুল্‌বেনা যে অলীক লাজে
সত্য সেবা-ও তা'র-যে মানা।

*



দশ

শুন্‌ছোনা কি মৃদুল সুরে
চিত্ত শোনায় তথ্য পরম ?
"বিত্ত-বিলাস রাখ্‌বে দূরে,
আত্মজয়-ই লক্ষ্য চরম !"
খাদ ছিলো যা' যা'ক্‌ মিলিয়ে,
দীপ্ত সোনায় নাও পুড়িয়ে.
কষ্টি আছে তোমার কাছে,—
ক'রবে পরখ পূর্ণ "অহম্‌" !

সাঙ্গ-যে দিন—ভাব্‌বে নাকো,
সাম্‌নে চ'লো এগিয়ে নিতি ;
শ্মশান-ভূমে তফাৎ রাখো,
গাইবে শমন-জয়ের গীতি !
স্বর্গ-আশা ও নরক-ভয়ে
যার খুসী সে থাকুনা ল'য়ে ;
কাজ কী প্রেমে—আত্মক্ষেমে ?
চাইবে আগে বিশ্বহিত-ই।

৫।

মৈত্রী-সাধন সত্য-সেবা—
নিঃশ্রেয়সের যুগ্ম বিধান ;
বাল্য থেকেই মান্‌ছে যেবা,
নরসমাজে সে-ই তো মহান্‌
অন্য লোকের দেখ্‌ছেনা দোষ,
গুণ-পরাগে পায় পরিতোষ ;
মর্ত্যেরি জীব সাজ্‌লো যে শিব,
সুরধুনীতে আন্‌বে সে বান্‌ !

শ্রদ্ধা ক'রো অন্য সবায়,—

শুন্‌বে নাকো ভুল-যা' বলে :

দৃষ্টি যদি আস্থা জাগায়,

রূপটি খোঁজো মর্ম্মতলে !

"কেন"-র চেয়ে "কিসে"-ই দড়,

লক্ষ্য থেকে পন্থা বড়ো ;

নিম্নে যে ধায় ঊর্দ্ধে তাকায়,

স্বর্গ তো নয়—নরক চলে !

যুক্তি-নয়ের যাই গেয়ে গুণ,

নিন্দে-যশের ধার্‌ছিনে ধার ;

আত্ম-বিবেক গড়্‌লো কানুন,

মান্‌ছি হুকুম খুশ্‌দিলে তা'র !

মশ্‌গুল এখন আপন কাজে,

ক'রবো সবুর আখের-সাঁঝে :

জীয়ন্তে যে ম'রলো সে-যে

স্বাদ পেলোনা হর্ষ সুধার !

স্রষ্টা যদি কোথাও থাকে,
অমোঘ বিধি হয়তো মানে ;
কোন্ গহনে রাখ্‌লো তা'কে—
স্ফিংক্স্ শুধু তা'র পাত্তা জানে !
খেদ ক'রে তো লাভ কিছু নাই,
জ্ঞানের আলোয় পথ চিনে' যাই ;
পৃথ্বী বিশাল—অনন্ত কাল
ক'রবে যাচাই মোদের জ্ঞানে !

বিন্দু মিলোয় সিন্ধু মাঝে
হয়তো লভি' মোক্ষ-গতি ;
সত্য যেথায় স্বচ্ছ সাজে
নিত্য বিলোয় আত্ম-জ্যোতি।
প্রেম যেখানে ক্ষয় না জানে,
প্রাণ নিয়ত মত্ত গানে ;
স্বর্গ তো সে-ই, যুক্তিতে নেই,—
ব্যাখ্যা ক'রে জানাই নতি

কিন্তু হেথায়—রক্ত-গোলাপ

রিক্ত-বাহার পড়্‌ছে ঝ'রে ;

দ্রাক্ষা-লতায় মুখ্‌ড়ালো তাপ,

লাক্ষা শরাব আর না ক্ষরে !

মঞ্জু বীণার ছিঁড়্‌লো যে তার,

বুল্‌বুলের আজ কণ্ঠ নিসাড় ;

চম্‌কে' শুনি "চল্‌ এখুনি !"—

উটের গলায় ঘণ্টি নড়ে !

*

তামাম

ডাঃ বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য

এম্-এ, পি-আর-এস্, ডি-লিট্, আই-এ-এস্

প্রণীত বই

এ দেহ-মন্দির

সুরা ও সাকী

স্বপ্ন-সংহার

রামফড়িঙের ছড়া

রাঙা পুঁথি

হাল্‌কা ছড়ার ফুল্‌কি

Logic, Value and Reality

Causality in Science and Philosophy